মনোবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায় ১ : মনোবিজ্ঞান পরিচিতি

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

- মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Psychology
- আক্ষরিক অর্থ মনোবিজ্ঞান- আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।
- মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু- আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া।
- মনোবিজ্ঞানের জন্ম সাল- ১৮৭৯।
- মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি- দর্শন ও শারীরবিদ্যা।
- আনুষ্ঠানিক প্রথম মনোবিজ্ঞানের বিকাশ করেন- উইলিয়াম জেমস।
- 'Principles of Psychology' গ্রন্থের রচয়িতা- উইলিয়াম জেমস।
- মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করান- উইলহেম উন্ড এবং উইলিয়াম জেমস।
- মনোবিজ্ঞান হলো জীবের আচরণ এবং আন্তরিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান- উইলিয়াম ম্যাকডুগাল, জেমস ড্রাইডেন ও জ্যাকসন এর।
- মনোবিজ্ঞান মূলত অনুসন্ধান করে- মানুষের আচরণ ও মানসিক কার্যকলাপ।
- অন্তর্মুখীন আচরণ- প্রেমপত্র।
- ১৮৮৯ সালে মস্তিষ্ক সম্পর্কিত কাজের জন্য নোবেল পান- হজার স্পেরি।
- মনোবিজ্ঞানের মৌলিক শাখা- পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান।
- মনোবিজ্ঞানের জনক – ডা. সিগমুন্ড ফ্রয়েড।
- 'মনোবিজ্ঞান হলো আচরণের বিজ্ঞান' উক্তিটি করেছেন- জন বি. ওয়াটসন।
- আচরণের মূল- শারীরিক ভিত্তি।
- প্রবীণদের মনোবিজ্ঞানের বিকাশ হয়- দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে।
- অন্তর্দৃষ্টি মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়- সমস্যা বহির্ভূত বা অস্বাভাবিক আচরণ।
- অল্প সংখ্যক দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া- সাধারণীকরণ।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য- যথার্থতা প্রমাণ।
- মনোবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু- জীবন্ত প্রাণীর আচরণ।
- মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সাহায্য করে- আচরণ সম্পর্কে পূর্বোক্তি।
- মনোবিজ্ঞান হলো- আচরণের বিজ্ঞান।
- মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ে মূল ব্যবহৃত পদ্ধতি- অন্তর্দর্শন পদ্ধতি।
- পরোক্ষ পদ্ধতি- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।
- পরীক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য- নিয়ন্ত্রণ।
- তথ্য রাশিকে পরিসংখ্যানের ভাষায় প্রকাশ- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।
- চল হয় প্রকার- চার প্রকার।
- তথ্য নির্ভুল, যথার্থ ও সংক্ষিপ্ত- পরীক্ষণ পদ্ধতিতে।
- পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রধান কাজ- উপাত্তের বিশ্লেষণ ও সমন্বীকরণ।
- তথ্য সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নয়- চিকিৎসামূলক পদ্ধতি।
- উপাত্তের প্রয়োজন হয় না- জরিপ পদ্ধতিতে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

১. মনোবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা হচ্ছে- [১০-১১]
ⓐ চেতনার বিজ্ঞান ⓑ আত্মার বিজ্ঞান
ⓒ আচরণের বিজ্ঞান ⓓ আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান ✓

২. 'মনোবিজ্ঞান হলো আচরণের বিজ্ঞান' উক্তিটি কার?
ⓐ জাতীয় বিশ্লেষণী ⓑ জন বি. ওয়াটসন ✓
ⓒ উইন ব্রেড ⓓ ফ্রয়েড

৩. 'মনোবিজ্ঞান হলো জীবের আচরণ এবং মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান' কে বলেছেন?
ⓐ উইলিয়াম ম্যাকডুগাল ⓑ সক্রেটিস ✓
ⓒ গোয়েন্দা ⓓ উইলিয়াম

৪. প্রাণী যা কিছু করে তা হলো-
ⓐ অভ্যাস ⓑ বিজ্ঞান
ⓒ আচরণ ✓ ⓓ মানসিক প্রক্রিয়া

৫. মানসিক প্রক্রিয়া বলতে বোঝায়?
ⓐ আবেগ ⓑ অনুভূতি
ⓒ আচরণ ✓ ⓓ ধারণা

৬. কীসের কারণে মানসিক ডিসঅর্ডার উদ্ভব হয়?
ⓐ শারীরিক আচরণ ⓑ শারীরিক আচরণ
ⓒ মানসিক আচরণ ✓ ⓓ অন্তর্মুখীন আচরণ

৭. মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের-
ⓐ শারীরবৃত্ত ⓑ বুদ্ধি
ⓒ শক্তি ⓓ আচরণ ✓

৮. 'মনোবিজ্ঞান আচরণ এবং মানব জীবনের সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধান' উক্তিটি কার-
ⓐ ম্যাকডুগাল ⓑ ওয়াটসন
ⓒ জন এল ডেভিস ⓓ ফ্রয়েড ✓

৯. প্যাভলভ মূলত-
ⓐ চিকিৎসাবিদ ⓑ শারীরবিদ
ⓒ মনোবিজ্ঞানী ⓓ জীববিজ্ঞানী ✓

১০. কর প্রসূত আচরণের ফলাফল, পুরস্কার অথবা শাস্তি এ পদ্ধতির প্রবক্তা কে?
ⓐ ই এল থর্নডাইক ⓑ প্যাভলভ
ⓒ জন ওয়াটসন ⓓ ফ্রয়েড ✓

১১. মানবিক মনোবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় ধারণা-
ⓐ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ⓑ অন্তর্মুখীন চাহিদা
ⓒ আত্মপরিচয় চাহিদা ✓ ⓓ শারীরিকচাহিদা

১২. কোন মনোবিজ্ঞানের কারণে মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে-
ⓐ পরীক্ষণ ⓑ শিক্ষণ
ⓒ প্রত্যক্ষণ ⓓ মৌলিক ✓

১৩. কোনটি বর্তমানে মতেই পুরাতন?
ⓐ শারীর বিদ্যা ⓑ পর্যবেক্ষণ
ⓒ মনোবিজ্ঞান ⓓ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ✓

১৪. কোনটির মাধ্যমেই বুদ্ধির বিকাশ ঘটে?
ⓐ আচরণ ⓑ ব্যক্তিত্ব
ⓒ অভিজ্ঞতা ✓ ⓓ প্রত্যক্ষণ

১৫. আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি নতুন ধারা কী?
ⓐ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ⓑ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি
ⓒ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ✓ ⓓ সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি

১৬. মানবিক গ্রুপের চিকিৎসার ইতিহাস কেমন?
ⓐ আধুনিক ⓑ অতি আধুনিক
ⓒ পুরাতন ⓓ বেশ পুরাতন ✓

১৭. বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় পরিচয় কী?
ⓐ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ⓑ প্রয়োগ পদ্ধতি
ⓒ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ✓ ⓓ বিষয়বস্তু

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রথম পত্র
অধ্যায় ২

আচরণের জৈবিক ভিত্তি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- প্রাণিদেহের সবচেয়ে ব্যাপক ও বড়তন্ত্র- পেশিতন্ত্র।
- গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়- অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে।
- প্রাণীর অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন ও বাহিরের যোগাযোগ রক্ষা করে- স্নায়ুতন্ত্র।
- শরীরের পরিবহন সংস্থা- স্নায়ুতন্ত্র।
- স্নায়ুকোষ- স্নায়ুতন্ত্রের মৌলিক একক।
- নিউরনের বিশেষত্ব- স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে তথ্য সঞ্চালিত হয়।
- মস্তিষ্ক ধারণ করে- ১০০-২০০ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ।
- মস্তিষ্কের যে অংশ দর্শনের জন্য দায়ী- পশ্চাৎ অঞ্চল।
- স্নায়ুকোষের দৈর্ঘ্য- ৩ ফুট পর্যন্ত।
- কোষ দেহ গঠিত- সাইটোপ্লাজম নামক তরল পদার্থে।
- স্নায়ু শাখা আবৃত- মায়েলিন সিটে।
- মায়েলিন সিট তৈরি- গ্লিয়াল কোষ দ্বারা।
- গঠন অনুসারে স্নায়ুকোষ- ৩ ভাগে বিভক্ত।
- দুটি স্নায়ুকোষের সংযোগস্থলকে বলে- সন্নিকর্ষ।
- সন্নিকর্ষের বৈশিষ্ট্য- ৩টি।
- প্রতিবর্তী ক্রিয়া- ২ ধরনের।
- মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুর বাইরের স্নায়ু নিয়ে গঠিত হয়- প্রান্তির স্নায়ুতন্ত্র।
- মস্তিষ্কের যে অংশকে গতি সমন্বয় কেন্দ্র বলা হয়- লঘু মস্তিষ্ক।
- মেরুরজ্জুর দৈর্ঘ্য- ১৭-১৮ ইঞ্চি।
- মেরুরজ্জুতে মেরুস্নায়ুর সংখ্যা- ৩১ জোড়া।
- সকল পশ্চাৎ মূলীয় স্নায়ুশাখা- সংবেদী।
- মেরুরজ্জু নিয়ন্ত্রণ করে- সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়া।
- আচরণের জন্য স্নায়ুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ- মস্তিষ্ক।
- মস্তিষ্কের ভাগ- ৩টি।
- মস্তিষ্কের উর্ধ্বাংশ- গুরু মস্তিষ্ক।
- গুরু মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় খাঁজ- ফিসার।
- গুরু মস্তিষ্কের সবচেয়ে ছোট খাঁজ- সালসাই।
- ফিসার ও সালসাই এর মধ্যকার উঁচুস্থান- জাইরি।
- আবেগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে- হাইপোথ্যালামাস।
- শরীরে সোমাসথেটিক ও কাইনেসথেটিক অনুভূতি কাজ করে- শিরকুন্ড অঞ্চলে।
- স্পর্শকেন্দ্র বলা হয়- শিরকুন্ড অঞ্চলকে।
- প্রভুগ্রন্থি বলা হয়- পিটুইটারি গ্রন্থিকে।
- শ্রবণের জন্য দায়ী- শিরনিম্ন অঞ্চল
- সংযোগ স্থাপন কেন্দ্র- থ্যালামাস।
- দেহের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রমণ্ডলীয় কাজের নিয়ন্ত্রক- হাইপোথ্যালামাস।
- পশ্চাৎ মস্তিষ্ক- ৩টি অংশ।
- বাল্বের আকৃতিবিশিষ্ট- অধঃমস্তিষ্ক।
- মেরুরজ্জুর সাথে মস্তিষ্কের যোগাযোগ করে- অধঃমস্তিষ্ক।
- প্রাচীয় স্নায়ুতন্ত্রের- ২টি বিভাগ।
- স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের- ২টি ভাগ।
- করটিয় ও বক্ষদেশীয় স্নায়ু গঠিত- স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু দ্বারা।
- অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত রস- হরমোন।
- হরমোন- গ্রিক শব্দ।
- পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়- ৬ ধরনের হরমোন।
- পাইরক্সিন রসের আধিক্য- গলপথ রোগ।
- এড্রিনাল কর্টেক্স থেকে নিঃসৃত অন্ত- ৩ প্রকার হরমোন।
- পাকস্থলীর নিচে অবস্থিত- অ্যাপেন্ডিক্স গ্রন্থি।
- পিনিয়াল গ্রন্থির অবস্থান- গুরু মস্তিষ্কের পশ্চাৎ ও মধ্য মস্তিষ্কের অন্তরালে।
- পিনিয়াল গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন- মেলাটোনিন।
- পাইনিয়াল গ্রন্থির অবস্থান- বক্ষপিঞ্জরের নিচে।
- পাইনিয়াল গ্রন্থি তৈরি করে- লিম্ফোসাইট।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. কোষকে কী বলা হয়-
(ক) জৈবিক একক (খ) দেহের একক
(গ) স্নায়ুতন্ত্রের একক (ঘ) মস্তিষ্কের একক **ক**

০২. 'স্নায়ুকোষ বা নিউরন হলো স্নায়ুতন্ত্রের' সঠিক উক্তিটি কোন?
(ক) কার্যকারক (খ) কেন্দ্রমণ্ড
(গ) সরণাঙ্গ (ঘ) সংযোজন **ক**

০৩. কোনটি সংবেদন অঙ্গ?
(ক) নাসা পথ (খ) ফুসফুস
(গ) অর্থপিণ্ড (ঘ) ক্ষুদ্রান্ত্র **ক**

০৪. প্রাণীর প্রধান রেচন অঙ্গ-
(ক) ক্ষুদ্রান্ত্র (খ) বৃহদ্রান্ত্র
(গ) পায়ু (ঘ) বৃক্ক **ঘ**

০৫. কোনটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র-
(ক) পিটুইটারি গ্রন্থি (খ) স্নায়ুকোষ
(গ) যকৃৎ (ঘ) মুখগহ্বর **ক**

০৬. কোষে অবস্থিত ঘন গোলাকার ক্ষুদ্র পিন্ডকে কী বলে?
(ক) কোষকেন্দ্র (খ) স্নায়ুকেশ
(গ) কোষ আবরণ (ঘ) স্নায়ু শাখা **ক**

০৭. কোন ধরনের স্নায়ুকোষে কোন স্নায়ু কোষ নেই-
(ক) এক মেরুবিশিষ্ট (খ) বহু মেরুবিশিষ্ট
(গ) দ্বিমেরুবিশিষ্ট (ঘ) কোনোটিই নয় **ক**

০৮. যে স্থানে মায়েলিন সিথ নেই তাকে বলে-
(ক) কোষ কেন্দ্র (খ) স্নায়ু কোষ
(গ) স্নায়ু মাথা (ঘ) রেনভিয়ারে গ্রন্থি **ক**

০৯. কোন ধরনের স্নায়ুকোষ পেশি সংকোচন নিয়ন্ত্রক-
(ক) ক্ষরণশীল (খ) কার্যবর্ধক
(গ) সংযোজক (ঘ) গতিবাহী **ক**

১০. মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ কী?
(ক) পশ্চাৎ মস্তিষ্ক (খ) মধ্য মস্তিষ্ক
(গ) সম্মুখ মস্তিষ্ক (ঘ) গুরু মস্তিষ্ক **ক**

১১. আচরণের জন্য স্নায়ুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ-
(ক) মেরুরজ্জু (খ) স্নায়ুকোষ
(গ) স্নায়ুকেষ (ঘ) মস্তিষ্ক **ক**

১২. শারীরিক পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল-
(ক) স্নায়ুকোষ (খ) মেরুরজ্জু
(গ) মস্তিষ্ক (ঘ) স্নায়ু **ক**

১৩. আবেগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে-
(ক) থ্যালামাস (খ) হাইপোথ্যালামাস
(গ) লঘু মস্তিষ্ক (ঘ) গুরু মস্তিষ্ক **ক**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

হিপোক্যাম্পাস শব্দের উৎপত্তি–
ক গ্রিক
খ ফরাসি
গ ল্যাটিন
ঘ ইংরেজি
উ: ক

সামুদ্রিক মাছের মতো দেখতে–
ক হাইপো ক্যাম্পাস
খ থ্যালামাস
গ হাইপোথ্যালামাস
ঘ হিপোক্যাম্পাস
উ: গ

সেপটাম হাইপোথ্যালামাসের–
ক পশ্চাৎ ভাগে
খ সম্মুখ ভাগে
গ ঊর্ধ্ব ভাগে
ঘ নিম্নে ভাগে
উ: খ

বাদের আকৃতি বিশিষ্ট–
ক সেতু মস্তিষ্ক
খ লঘু মস্তিষ্ক
গ অধঃমস্তিষ্ক
ঘ গুরু মস্তিষ্ক
উ: গ

রোলান্ড নামে খাঁজের কাছে কোন অঞ্চল অবস্থিত–
ক ভাঁজ অঞ্চল
খ গতি অঞ্চল
গ শিরকুম্ভ অঞ্চল
ঘ সংযোগ অঞ্চল
উ: খ

গুরু মস্তিষ্কের বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গঠিত অঞ্চল–
ক সংযোগ
খ গতি
গ ভাঁজ
ঘ শিরকুম্ভ
উ: ক

থ্যালামাস অবস্থিত মস্তিষ্কের–
ক তৃতীয় গহ্বর
খ চতুর্থ গহ্বর
গ দ্বিতীয় গহ্বর
ঘ প্রথম গহ্বর
উ: ক

অধঃ মস্তিষ্কের অপর নাম–
ক সুষুম্নাশীর্ষক
খ মেডুলা
গ সেতু মস্তিষ্ক
ঘ শিরকুম্ভ
উ: ক

সংবেদন অঞ্চল ইংরেজি নাম–
ক Sensory area
খ Motor area
গ association area
ঘ braintrem
উ: ক

দেহ খর্বাকৃতি হয় কীসের অভাবে?
ক শরীর বর্ধক হরমোন
খ ফলিকল হরমোন
গ লিউটিনাইজর
ঘ থাইরোট্রপিক হরমোন
উ: ক

থাইরক্সিনের আধিক্যে হয়–
ক গোদ রোগ
খ রাতকানা
গ গলগণ্ড
ঘ সায়মন্ড
উ: গ

কঠিন রসের ক্ষরণের স্বল্পতা হলে হয়–
ক গলগণ্ড
খ এডিসন
গ রাতকানা
ঘ সায়মন্ড
উ: খ

অত্যন্ত উত্তেজনক হরমোন–
ক ফলিকল
খ এড্রিনালিন
গ কটিসন
ঘ শরীরবর্ধক
উ: খ

প্রাণি দেহ অসংখ্য কী দিয়ে গঠিত?
ক কোষ
খ তন্ত্র
গ পেশি
ঘ মস্তিষ্ক
উ: ক

প্রাণি দেহের প্রধান রেচন অঙ্গ কোনটি?
ক বৃক্ক
খ কোষ
গ জরায়ু
ঘ ত্বক
উ: ক

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৩

বংশগতি ও পরিবেশ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সমাজের সংস্পর্শের বাইরে পালিত শিশুকে– ফেরেলমানব বলে।
- বংশগতি হলো– জন্মসূত্রে অর্জিত প্রবণতার সমষ্টি।
- জীবকোষের প্রাণপঙ্ককে বলে– জীবনের মূল সত্তা ।
- বংশগতির বাহক হলো– জীবনের মূল সত্তা।
- জীবকোষে ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন– গ্রেগর মেন্ডেল।
- জনন কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা– ২৩ জোড়া।
- বংশগতির বাহক হলো– জিন।
- বিশেষ গুণসম্পন্ন জিন– সবল জিন।
- দুর্বল জিনের গুণ– সুপ্ত থাকে।
- জিন গর্বিত হয়– রাসায়নিক উপাদান সংমিশ্রণে।
- জিন এর অন্য নাম– রাসায়নিক মোড়ক।
- ডিএনএ এর আকৃতি হয়– প্যাঁচানো।
- প্রোটিন তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করে – RNA.
- শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করে– 'X' ও 'Y' ক্রোমোসোম।
- একজাতীয় লিঙ্গের হয়– অভিন্ন যমজ।
- ব্যক্তির পরিবেশ বিভক্ত– দুই ভাগে।
- সন্তানধারণের উপযুক্ত বয়স– ২০-৩৫ বছর।
- গর্ভে একাধিক ভ্রূণ থাকলে– স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- রক্তের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান– R_H উপাদান।
- জন্ম-পরবর্তী পরিবেশ বিভক্ত– দুই ভাগে।
- পরিপক্বতার ফলে– মস্তিষ্কের বিকাশ হয়।
- যে সকল যমজদের শরীর পরস্পর সংযুক্ত থাকে তাদের– যুক্তদেহী যমজ বলে।
- 'Siamese Twins' বলা হয়– যুক্তদেহী যমজ।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. জীব কোষের প্রাণকেন্দ্রকে বলা হয়–
ক প্রোটোপ্লাজম
খ নিউক্লিয়াস
গ বংশগতির বাহক
ঘ কোষ
উ: গ

০২. প্রতিটি জনন কোষে ক্রোমোসোম থাকে–
ক ২২টি
খ ৪৩টি
গ ৪৬টি
ঘ ২৩টি
উ: গ

০৩. জীবকোষে ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন–
ক কিংস্‌লি ডেভিস
খ গ্রেগর মেন্ডেল
গ কার্ল রোজর্স
ঘ মার্ক
উ: খ

০৪. শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে প্রধান ভূমিকা রাখে–
ক বংশগতি ও পরিবেশ
খ পরিবেশ
গ অভিভাবক
ঘ বংশগতি
উ: ক

০৫. মাতৃজনন কোষে যে ক্রোমোসোম পাওয়া যায় তা হলো–
ক xx
খ xy
গ yy
ঘ x
উ: ঘ

০৬. x ক্রোমোসোমের ডিম্বাণু y ক্রোমোসোমের শুক্রাণুর সাথে মিলিত হলে সন্তানটি হয়–
ক মেয়ে খ ছেলে
গ যমজ ঘ কোনোটিই নয়
উ: খ

০৭. 'Siamese twins' বলা হয়–
ক ভিন্ন যমজ খ অভিন্ন যমজ
গ জোড়া অভিন্ন ঘ যুক্তদেহী যমজ
উ: ঘ

০৮. অভিন্ন যমজদের যে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে হুবহু মিল থাকে তা হলো–
ক স্বভাবগত খ বংশগত
গ আচরণগত ঘ পরিবেশগত
উ: খ

০৯. অভিন্ন যমজদের নিয়ে পরীক্ষণ করেন–
ক নিউম্যান খ মেন্ডেল
গ মার্ক গ কার্ল রোজস
উ: ক

১০. ক্রোমোসোমের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থকে বলে–
ক জিন খ DNA
গ RNA ঘ কোষ
উ: ক

১১. কোনটিকে পূর্বে বংশগতির বাহক মনে করা হতো?
ক ক্রোমোসোম খ প্রাণকেন্দ্র
গ জিন ঘ ভ্রূণ
উ: ক

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৪
প্রেষণা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মানুষ ও প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা দিতে হলে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন হয়– প্রেষণার।
- আচরণের অন্যতম প্রধান নির্ধারক হলো– প্রেষণা।
- **Motivation** শব্দটির উৎস হলো– Motive.
- 'প্রেষণা বলতে সেই প্রক্রিয়াসমূহকে বুঝায় যা আমাদের আচরণের সূত্রপাত ঘটায়, বজায় রাখে ও পরিচালনা করে' উক্তিটি– জন.এল. ভোগেলের।
- প্রেষণা প্রাণীকে জোগায়– কর্মশক্তি।
- **'Motivation Cycle'** অর্থ হলো– প্রেষণা চক্র।
- প্রেষণা আবর্তিত হয়– চক্রের আকারে।
- প্রেষণা চক্রে স্তর থাকে– ৪টি।
- অভাববোধ– প্রেষণা চক্রের একটি স্তর।
- মানুষের অধিকাংশ আচরণ– প্রেষিত আচরণ।
- প্রাণী কেমন আচরণ করবে তা নির্ভর করে তার– প্রেষণার ওপর।
- প্রেষিত আচরণ হলো– নির্বাচনমূলক।
- মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা– ৯৮.৪° ফারেনহাইট।
- প্রেষিত আচরণের মাধ্যমে শরীরের যন্ত্রমণ্ডলীর– ভারসাম্য রক্ষা হয়।
- ক্ষুধা বা তৃষ্ণা সৃষ্টি হয়ে থাকে– অভ্যন্তরীণ কলার পরিবর্তনের ফলে।
- শরীরে অভাববোধ দেখা দেয়– অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন থেকে।
- ক্ষুধার সাথে রক্তে শর্করার সম্পর্ক পরীক্ষণ করেন– Luckhardt এবং Carlsen.
- প্রেষিত আচরণ সর্বদাই– গন্তব্যাভিমুখী ও উদ্দেশ্যমূলক।
- প্রাণীর প্রেষণা যত তীব্র হয়– প্রাণীর কর্মচাঞ্চল্য তত বাড়ে।
- প্রেষণাকে ২ ভাগে বিভক্ত করেন– H.A Murray.
- **H.A** প্রেষণাকে যে ২ ভাগে বিভক্ত করেন তা হলো– শারীরবৃত্তীয় ও অর্জিত প্রেষণা।
- **Physiological Motives** অর্থ হলো– জৈবিক বা শারীরবৃত্তীয় প্রেষণা।
- দুটি ভাগ ছাড়া ও অন্য একটি প্রেষণা রয়েছে তা হলো– সামাজিক প্রেষণা।
- জৈবিক প্রেষণার উদাহরণ হলো– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা।
- জৈবিক প্রেষণার বৈশিষ্ট্য হলো– ৬ প্রকার।
- হাইপো থ্যালামাসের যে দুটি নির্দিষ্ট এলাকা ক্ষুধার সাথে সম্পর্কযুক্ত– লেটারাল ও ভেনট্রোমেডিক্যাল।
- হাইপো থ্যালামাসের যে স্থান তৃষ্ণা নিবারণ করে তা হলো– Water region.
- রক্তচাপ দেখা দিলে কিডনি যে এনজাইম নির্গত করে তা হলো– রেনিন।
- জৈবিক প্রক্রিয়ার তৃষ্ণা হলো– ড্রিংকিং সার্কিটের কার্যকলাপের অনুরূপ অবস্থা।
- ড্রিংকিং সার্কিট গঠিত হয়– টিস্যু, অঙ্গ ও স্নায়ুতন্ত্রের সাথে স্নায়বিক হরমোনগত সংযোজকের ফলে।
- এস্ট্রোজেন হরমোন নির্গত হয়– ডিম্বাশয় থেকে।
- পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়– প্রোলেকটিন হরমোন।
- একত্রে বসবাস করার প্রেষণা হলো– গোষ্ঠীগত প্রেষণা।
- সামাজিক প্রেষণাকে মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করেন– মনোবিজ্ঞানী থমাস।
- যূথচারিতা একটি– সামাজিক প্রেষণা।
- রক্তের চাপ পরিমাপ করা হয়– প্রেসারগজ দ্বারা।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. প্রেষণা হলো একটি–
ক গতিশীল অবস্থা খ গতিহীন অবস্থা
গ নিষ্ক্রিয় অবস্থা ঘ কোনোটিই নয়

০২. ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ক্ষুধা মিটাবার জন্য যে চাঞ্চল্যবোধ করে তাকে বলে–
ক তাড়না খ অভাববোধ
গ করণ আচরণ ঘ উদ্দেশ্য সাধন

০৩. জৈবিক প্রেষণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি–
ক শিক্ষার্জিত খ আচরণগত
গ জন্মগত ঘ পরিবেশগত

০৪. শরীরের ভারসাম্য সংস্থাপক হিসেবে কাজ করে–
ক জৈবিক প্রেষণা খ সামাজিক প্রেষণা
গ আচরণভিত্তিক প্রেষণা ঘ জন্মগত প্রেষণা

০৫. ক্ষুধা হলো একটি প্রেষণা যাকে বলে–
ক মৌলিক খ জৈবিক
গ সামাজিক ঘ শারীরিক

০৬. মস্তিষ্কের যে অংশ প্রাণীর নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে তা হলো–
ক লেটারল খ ভেনট্রো মেডিক্যাল
গ রেটিকুলার ফরমেশান ঘ এস্টাডিওল

০৭. অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যে যে প্রেষণা দেখা যায়–
ক অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য খ শারীরিক ভারসাম্য
গ সাধারণ প্রেষণা ঘ জৈবিক প্রেষণা

০৮. কোন প্রক্রিয়া আমাদের আচরণের সূত্রপাত ঘটায়?
ক তাড়না খ করণ
গ প্রেষণা ঘ উদ্দেশ্য

০৯. কোন স্থান তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রণ করে?
ক Water region খ Drinking circuits
গ Antiduratic Hormone ঘ Angiotensin II

১০. কোনটি প্রতিষ্ঠা লাভের প্রাথমিক সোপান?
ক সফলতা খ নিরাপত্তা
গ চাহিদা ঘ আকাঙ্ক্ষা

CamScanner

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৫

আবেগ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- এক ধরনের অস্থির ভাবাবেগ বা অনুভূতি হলো– আবেগ।
- 'Emotion' শব্দটির উৎপত্তি– Emovere থেকে।
- 'Emovere' শব্দটি একটি– ল্যাটিন শব্দ।
- প্রাণীর মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়– উদ্দীপকের সাহায্যে।
- আবেগ ও অনুভূতি– দুটি ভিন্ন।
- উদ্দীপকের সাহায্যে প্রাণীর মধ্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাকে বলে– আবেগ।
- অনুভূতি নির্দেশ করে– আবেগের আত্মনিষ্ঠ দিক বা অভিজ্ঞতাকে।
- আবেগকালীন সময়ে যে শারীরিক পরিবর্তন ঘটে– তার বস্তুনিষ্ঠ পরিমাপ সম্ভব।
- বহুদূর পর্যন্ত পরিধি প্রসারিত– আবেগের।
- আবেগের মৌলিক অনুভূতি দুটি হলো– সুখ ও দুঃখ।
- আবেগের সময়কালকে বিভক্ত করা হয়– ৩ ভাগে।
- জন্মের পর থেকে দু'বছর পর্যন্ত বিকাশ পর্যায়কে বলে– প্রাক-শৈশবকাল ।
- প্রাক-শৈশবকালের একটি বৈশিষ্ট্য হলো– শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
- শৈশবকালকে ভাগ করা যায়– শৈশবে প্রথম ও শেষ পর্যায়।
- শৈশবকাল এবং যৌবনকালের মধ্যবর্তী সময়কে– বয়ঃসন্ধিকাল বলে।
- সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা– উত্তেজকধর্মী।
- পরাসমবেদী স্নায়ুতন্ত্র– তীব্র আবেগকে উপশম করতে সাহায্য করে।
- আবেগের ফলে– শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে।
- আবেগের আচরণগত পরিবর্তনগুলো হলো– আবেগকালীন শারীরিক পরিবর্তন ও আবেগকালীন মানসিক পরিবর্তন।
- শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়– নিউমোগ্রাফের সাহায্যে।
- আবেগের সময় রক্তে যে হরমোন নিঃসরণ হয় তা হলো– এড্রিনাল মেডুলা এড্রিনালিন।
- আবেগের মূলত দুটি দিক– গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক।
- আবেগকালীন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো– সক্রিয় হয়।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. আবেগের মূলে রয়েছে–
ক অভ্যাস | খ সহজাত প্রবৃত্তি
গ পরিবেশ | ঘ আচরণ
উঃ খ

০২. 'আবেগ হলো একটি অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা, যা শারীরিক উত্তেজনার কারণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনকারীর নিকট যার অর্থ রয়েছে।' উক্তিটি–
ক জন সি.রাচ | খ সলোমন
গ গ্রেথাল্‌স | ঘ বার্ক
উঃ ক

০৩. আবেগের সময় প্রাণীর ভিতরের যে পরিবর্তন দেখা যায় তা–
ক বাহ্যিক | খ এলোমেলো
গ অভ্যন্তরীণ | ঘ সুনির্দিষ্ট
উঃ গ

০৪. আবেগের ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায় হলো–
ক শৈশবকাল | খ যৌবনকাল
গ প্রাক-শৈশব | ঘ বয়ঃসন্ধি
উঃ গ

০৫. 'Puberty' অর্থ হলো–
ক শৈশব | খ প্রাক-শৈশব
গ বয়ঃসন্ধিকাল | ঘ যৌবন
উঃ গ

০৬. আবেগের দৈহিক উত্তেজনা সৃষ্টিতে কাজ করে–
ক থ্যালামাস্ | খ হাইপোথ্যালামাস
গ পিটুইটারিগ্রন্থি | ঘ মেডুলা
উঃ খ

০৭. আবেগময় আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে–
ক এমিগডালা | খ লিম্বিকতন্ত্র
গ মস্তিষ্ক আবরণ | ঘ কর্টেস্
উঃ গ

০৮. রক্তের চাপ পরিমাপ করা হয় যা দ্বারা–
ক প্রেসারগজ | খ মিটারগজ
গ পিউপিলো মিটার | ঘ ইডিআর যন্ত্র
উঃ ক

০৯. কোনটি সহজাত ধর্ম?
ক আবেগ | খ অভিজ্ঞতা
গ সুখ | ঘ দুঃখ
উঃ ক

১০. কোনটির দৈহিক প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়?
ক আবেগের | খ অনুভূতির
গ আচরণের | ঘ উত্তেজনার
উঃ ক

১১. কোনটির প্রবণতা সবার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়?
ক ক্রোধ | খ কৌশল
গ বুদ্ধি | ঘ কৌতূহল
উঃ ঘ

১২. প্রাণীর দেহের একটি আলোড়িত অবস্থা কী?
ক আবেগ | খ ধ্বংস
গ ভয় | ঘ ঘুম
উঃ গ

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৬

শিক্ষণ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- প্রকৃতির সাথে সংগতি বিধান হলো– জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন বিষয় আয়ত্ত করাকে– শিক্ষণ বলে।
- 'শিক্ষণকে অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়' উক্তিটি– উইলিয়াম বাসকিস্টের।
- শিক্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা যায়– আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন হিসেবে।
- সব ধরনের শিক্ষণে সাধারণত থাকে– শর্ত ও উপাদান ।
- শিক্ষণের একটি উপাদান হলো– সংযোগ বা অনুষঙ্গ।
- কোন স্থান বা কালে দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সম্পর্ককে বলে– সংযোগ ।
- প্রেষণা শিক্ষণের– অতি প্রয়োজনীয় শর্ত।
- প্রাণী আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যমূলক অভিযোজন ক্ষমতা অর্জন করে– পরিণমনের ফলে।
- শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিকে বলে– পরিণমন বা পরিপক্বতা ।
- শিক্ষণের সাথে সম্পর্ক আছে– পরিপক্বতার।
- শিক্ষণের জন্য একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলো– অভিজ্ঞতা বা অনুশীলন।
- শিক্ষণের ক্ষেত্রে আচরণের পরিবর্তন মূলত– অর্জিত।
- শিক্ষণের একটি মাধ্যম হলো– সহায়ক শিক্ষণ।
- প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষণ প্রথম আবিষ্কার করেন– এডওয়ার্ড এল. থর্নডাইক।
- থর্নডাইক ধাঁধা বাক্স পরিক্ষণের মাধ্যমে যে সূত্র প্রণয়ন করেন তা হলো– ফল লাভের সূত্র।
- সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে বলে– চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ ।
- সাপেক্ষীকরণ মতবাদ অনুযায়ী উদ্দীপকগুলো হলো– সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ।
- বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া– ভিন্ন হয়।

- যে উদ্দীপক প্রাণিদেহে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে তাকে বলে- স্বাভাবিক বা অসাপেক্ষ উদ্দীপক
- অসাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়াকে বলে- স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ।
- সাপেক্ষ উদ্দীপক কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াকে বলে- প্রতিবর্তী ক্রিয়া ।
- চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের একটি প্রক্রিয়া হলো- অবলুপ্তি।
- চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়াগুলো হলো- বিলম্বিত মাপে সাপেক্ষীকরণ, যুগপৎ সাপেক্ষীকরণ ও ছাপ সাপেক্ষীকরণ।
- দুটি সাপেক্ষ উদ্দীপকের মধ্যে পার্থক্য করাকে বলে- পৃথকীকরণ।
- সহায়ক শিক্ষণকে- করণ শিক্ষণও বলা যায়।
- সহায়ক শিক্ষণ চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের- বর্ধিত ও উন্নত রূপ।
- সহায়ক শিক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য- অভীষ্ট লাভ।
- নির্ভুল প্রতিক্রিয়া কাজ করে- বলবর্ধকের সহায়ক হিসেবে।
- সহায়ক শিক্ষণের একটি বৈশিষ্ট্য হলো- প্রাণীর মধ্যে প্রেষণা বিদ্যমান হতে হবে।
- সহায়ক শিক্ষণ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন- বি এফ স্কিনার।
- বি. এফ স্কিনার যে বাক্সটি দ্বারা পরীক্ষণ করেন তাকে- 'স্কিনার বাক্স' বলে।
- উদ্দীপকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়- জ্ঞানগত শিক্ষণে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'শিক্ষণ হলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংঘটিত আচরণ বা জ্ঞানের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন' উক্তিটি করেন-
ক উইলিয়াম বাসকিস্ট খ মর্গান
গ কিং ঘ জন.সি.রাচ
উঃ ক

০২. শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে-
ক পরিবেশের খ আচরণের
গ পারিপার্শ্বিকতার ঘ মানসিকার
উঃ খ

০৩. শিক্ষণের ওপর মনোগ্রাফ লেখেন-
ক থর্ডাইক খ স্কিনার
গ মর্গান ঘ রাসেলস
উঃ ক

০৪. থর্ডাইকের মতবাদের সমালোচনা করেন-
ক এডামস খ স্কিনার
গ কিং ঘ মর্গান
উঃ ক

০৫. সাপেক্ষীকরণ ক্রিয়া ধারণাটি প্রচলন করেন-
ক প্যাভলভ খ মর্গান
গ স্কিনার ঘ হবহাউজ
উঃ ক

০৬. প্যাভলভ নোবেল পুরস্কার পান-
ক ১৯০৫ খ ১৯০৭
গ ১৯০৪ ঘ ১৯০৯
উঃ গ

০৭. 'Operant' শব্দটি ব্যবহার করেন-
ক ওয়াইলী ওয়াইটেন খ বি এফ. স্কিনার
গ থোর্ণডাইক ঘ মর্গান
উঃ খ

০৮. করণ শিক্ষণ সম্পর্কে থর্ডাইকের কাজকে তরান্বিত করে-
ক মর্গান খ কেপলার
গ স্কিনার ঘ কিং
উঃ গ

০৯. সাপেক্ষীকরণ ক্রিয়ার প্রবর্তক হলেন-
ক হলম্যান খ মর্গান
গ স্কিনার ঘ প্যাভলভ
উঃ গ

১০. সমস্যা সংকুল ঘটনার উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করে সমস্যার সমাধানকে বলে-
ক অভিজ্ঞান খ শিক্ষণ
গ পরিজ্ঞান ঘ জ্ঞান
উঃ গ

১১. পরিজ্ঞানমূলক শিক্ষণ মতবাদের প্রবর্তক হলেন-
ক কেপলার খ মর্গান
গ স্কিনার ঘ কোহলার
উঃ ঘ

১২. আচরণের পরিবর্তন কেমন হতে হবে?
ক দীর্ঘস্থায়ী খ ক্ষণস্থায়ী
গ দ্রুত ঘ ধীরে
উঃ ক

১৩. চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের একটি বর্ধিত রূপ হলো-
ক সহায়ক শিক্ষণ খ প্রশিক্ষণ
গ প্রয়োগ ঘ গবেষণা
উঃ ক

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৭
শিক্ষণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- শিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো- অর্জন।
- উদ্দীপকের সাথে প্রতিক্রিয়ার সংযোগের পরিমাণ বৃদ্ধির পেলে- শিক্ষণ প্রক্রিয়াও বৃদ্ধি পায়।
- চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের লক্ষ্য- সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া অর্জনে প্রাণীর প্রচেষ্টার হার নির্ধারণ করা।
- সাপেক্ষ উদ্দীপক ও অসাপেক্ষ উদ্দীপক যদি একই সাথে উপস্থাপন করা হয় তাকে বলে- যুগপৎ সাপেক্ষীকরণ।
- বিলম্বিত, যুগপৎ ও ছাপ সাপেক্ষীকরণের অন্য নাম- অগ্রবর্তী চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ।
- কোনো বিষয় শিক্ষণের পর তা ভুলে যাওয়াকে বলে – শিক্ষণের অবলুপ্তি।
- শিক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য- স্বতঃস্ফূর্ত পুনরাগমন।
- অভিযোজনমূলক আচরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো- সাধারণীকরণ।
- উদ্দীপকের মধ্যে যত বেশি সাদৃশ্য থাকবে- সাধারণীকরণ তখন প্রবল হবে।
- গ্যালভানিক চর্ম প্রতিক্রিয়া হলো- সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া।
- দুটি সাপেক্ষ উদ্দীপকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাকে বলে- পৃথকীকরণ ।
- বলবর্ধক প্রক্রিয়া- সন্তুষ্টি, বলীয়নকারী ইত্যাদি নামেও পরিচিত।
- উদ্দীপক সংযোগ প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয়ে থাকে- বলবর্ধকের ফলে।
- যেসব দ্রব্য দ্বারা জৈবিক প্রেষণার উপশম হয় তাকে বলে- মুখ্য বলবর্ধক ।
- সামাজিক প্রেষণা যার দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করে তাকে বলে- গৌণ বলবর্ধক ।
- কোনো একটি কাজ করার পর যে বলবর্ধক গ্রহণ করলে উক্ত কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় তাকে বলে- ধনাত্মক বলবর্ধক ।
- বলবর্ধক প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে- শিক্ষণ।
- কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিক্রিয়া করা পরের বলবর্ধককে বলে- অনুপাত অনুসূচি।
- প্রতিটি বলবর্ধকের জন্য প্রতিক্রিয়ার সময়- পরিবর্তিত হয়।
- শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় পড়ে- অতীত অভিজ্ঞতার।
- পূর্বের অভিজ্ঞতা শিক্ষণকে সহায়তা বা বাধা দিলে তাকে বলে- শিক্ষণের সঞ্চালন।
- শিক্ষণের সঞ্চালনের অপর নাম- প্রশিক্ষণের সঞ্চালন।
- শিক্ষণের সঞ্চালন তিন ধরনের- ধনাত্মক, ঋণাত্মক, শূন্য।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

১১. আচরণের পরিবর্তন যা কম বা বেশি দীর্ঘস্থায়ী তাকে বলে–
ক সহায়ক শিক্ষণ | খ অবলুপ্তি
গ শিক্ষণ | ঘ সাপেক্ষীকরণ
উ: গ

১২. 'Delay Conditioning' এর অর্থ–
ক সাপেক্ষীকরণ | খ বিলম্বিত সাপেক্ষীকরণ
গ যুগপৎ সাপেক্ষীকরণ | ঘ ছাপসাপেক্ষীকরণ
উ: খ

০৩. 'একটি মাত্র প্রচেষ্টায় শিক্ষণ সম্ভব' এ মতবাদটির প্রবর্তক হলেন–
ক ক্লার্ক | খ কোহলার
গ গার্গী | ঘ গাথরী
উ: ঘ

০৪. কোন এ পরিবেশে শিক্ষণকৃত প্রতিক্রিয়া একই ধরনের অন্য পরিবেশে সম্পাদন করাকে বলে–
ক অবলুপ্তি | খ অর্জন
গ পৃথকীকরণ | ঘ সার্বিকীকরণ
উ: ঘ

০৫. সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ার পরিক্ষণটি প্রথম করেন–
ক কোহলার | খ হোওল্যান্ড
গ গার্গী | ঘ মর্গান
উ: খ

০৬. শিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো–
ক অবলুপ্তি | খ অর্জন
গ বলবর্ধক | ঘ পৃথকীকরণ
উ: গ

০৭. বলবর্ধককে প্রেষণার উপশমকারী বলেন–
ক মর্গান | খ ক্লার্ক
গ কিং | ঘ হোভল্যান্ড
উ: খ

০৮. সংযোগকে শক্তিশালী করে যে অবস্থা তাকে বলে–
ক বলবর্ধক | খ অবলুপ্তি
গ শিক্ষণ | ঘ অর্জন
উ: ক

০৯. যে বলবর্ধককে বর্জন করলে আচরণের প্রবণতা বাড়ে তাকে বলে–
ক শূন্যবলবর্ধক | খ ধনাত্মক
গ ঋণাত্মক | ঘ ধনাত্মক-ঋণাত্মক
উ: গ

১০. পুরস্কার হিসেবে ব্যবহৃত হয়–
ক ধনাত্মক বলবর্ধক | খ ঋণাত্মক বলবর্ধক
গ শূন্যবলবর্ধক | ঘ কোনোটিই নয়
উ: ক

১১. মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ শরীরের যে অংশ নিয়ন্ত্রণ করে তা হলো–
ক বাম অংশ | খ সম্মুখ অংশ
গ ডান অংশ | ঘ মেরুদণ্ড
উ: গ

১২. পূর্ববর্তী শিক্ষণ পরবর্তী শিক্ষণকে সহায়তা করলে তাকে বলে–
ক ঋণাত্মক শিক্ষণ | খ ছাপ শিক্ষণ
গ ধনাত্মক শিক্ষক | ঘ শূন্য শিক্ষণ
উ: গ

১৩. কোনটি শিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য?
ক অর্জন প্রক্রিয়া | খ বর্জন প্রক্রিয়া
গ প্রবণতা | ঘ বর্জন
উ: ক

১৪. বলবর্ধকের ফলে উদ্দীপক সংযোগ কেমন হয়ে থাকে?
ক শক্তিশালী | খ দুর্বল
গ আসল | ঘ নকল
উ: ক

১৫. শিক্ষণের জন্য কী প্রয়োজন?
ক উদাহরণ | খ শক্তি
গ প্রচেষ্টা | ঘ সময়
উ: গ

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৮

স্মৃতি ও বিস্মৃতি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ স্মরণ রাখার ক্ষমতাকে বলা হয়– স্মৃতি।
- ☑ স্মৃতি হলো– অতীত অভিজ্ঞতার যথাসম্ভব পুনরুৎপাদন।
- ☑ মানব স্মৃতি হলো একটি– উন্নত জটিল ও উত্তেজক প্রক্রিয়া।
- ☑ প্রক্রিয়াজাত তথ্যকে দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণ করাকে বলে– সংরক্ষণ।
- ☑ স্মৃতির প্রথম অঙ্গ বা স্তর হলো– শিক্ষণ।
- ☑ স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো– সংরক্ষণ।
- ☑ স্মরণ প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকে– প্রত্যভিজ্ঞা ছাড়া।
- ☑ সংবেদী স্মৃতি হলো– স্মৃতির প্রথম পর্যায়।
- ☑ সংবেদী স্মৃতি স্থায়ী হয়– এক সেকেন্ডের এক ভগ্নাংশের সময়ের জন্য।
- ☑ সংবেদী স্মৃতিতে যে তথ্য ধারণ করা হয় তাকে– প্রাথমিক সংবেদী তথ্য বলে।
- ☑ তথ্যকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী ধারণ করতে পারে– দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি।
- ☑ স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির কিছু তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে প্রেরণ করা হয়– দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিভান্ডারে।
- ☑ স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি থেকে তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে স্থানান্তরিত করা হয়– নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।
- ☑ বিস্তারিত মহড়াকে বলা হয়– মানসিক কাজ।
- ☑ নির্দিষ্ট কোনো তথ্যকে পুনরুৎপাদন করা সহজ হয়– তথ্যকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে।
- ☑ স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির ছাপ– স্বতঃ পরিবর্তনশীল।
- ☑ স্মৃতি পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো– পুনরুদ্রেক পদ্ধতি।
- ☑ পুনর্শিক্ষণ পদ্ধতিকে– সঞ্চয় পদ্ধতিও বলে।
- ☑ পুনর্শিক্ষণ পদ্ধতির সূত্রটি–

$$\text{সঞ্চয়} = \frac{\text{শিক্ষণের চেষ্টা} - \text{পুনর্শিক্ষণের চেষ্টা}}{\text{শিক্ষণের চেষ্টা}} \times ১০০।$$

- ☑ স্মৃতির পরিমাপ করা যায়– প্রতিক্রিয়ার গতি পরিমাপের মাধ্যমেও।
- ☑ মস্তিষ্ক ধারণ করতে পারে– অভিজ্ঞতার এক ভগ্নাংশ।
- ☑ Method of reconstruction অর্থ হলো– পুনর্গঠন পদ্ধতি।
- ☑ স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি ভান্ডারের ধারণ ক্ষমতা হলো– ৭ + ২।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'যা পূর্বে শিক্ষা লাভ করা হয়েছে, তা স্মরণ করাই স্মৃতি' উক্তিটি–
ক ক্রাইডার | খ উডওয়ার্থ
গ সলোমন | ঘ গোথালস্
উ: খ

০২. সংবাদ বা তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়-
ক স্মৃতিকে | খ শিক্ষণকে
গ সংযোজনকে | ঘ ক্ষণস্থায়ীস্মৃতিকে
উ: ক

০৩. 'তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ' তত্ত্বটির প্রবর্তক–
ক গোথালস্ | খ ক্রাইডার
গ এটকিনসন | ঘ কিং
উ: গ

০৪. স্মৃতির প্রধান মৌলিক প্রক্রিয়া হলো–
ক সংরক্ষণ | খ সংকেত গ্রহণ
গ প্রত্যাগমন | ঘ শিক্ষণ
উ: খ

০৫. স্মৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো–
ক শিক্ষণ | খ উদ্দীপক
গ প্রতিক্রিয়া | ঘ সংরক্ষণ
উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৬. স্মরণের অপরিহার্য হলো–
ক প্রত্যভিজ্ঞা খ সংরক্ষণ
গ পুনরুদ্রেক ঘ শিক্ষণ
উঃ ক

০৭. ত্রি-উপাদান মডেল তৈরি করেন–
ক রিচার্ড শিফ্রিন খ গ্রোথালস
গ ক্রাইডার ঘ মর্গান
উঃ ক

০৮. সংবেদী স্মৃতিতে তথ্য স্থায়ী হয়–
ক ১৮ সেকেন্ড খ ১-৪ সেকেন্ড
গ ২০-২২ সেকেন্ড ঘ ১৫ সেকেন্ড
উঃ খ

০৯. ২০ সেকেন্ড এর কম তথ্য স্থায়ী হয়–
ক সংবেদী স্মৃতিতে খ ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে
গ দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে ঘ স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে
উঃ ঘ

১০. একটি নির্দিষ্ট তথ্যকে ঠিকভাবে পুনরুৎপাদন করাকে বলে–
ক বিস্তৃতি খ অবক্ষয়
গ ভুল শিক্ষণ ঘ স্মৃতি
উঃ ঘ

১১. যা পূর্বে শিক্ষা লাভ করা হয়েছে, তা স্মরণ করা কী?
ক স্মৃতি খ শক্তি
গ সময় ঘ বিস্মৃতি
উঃ ক

১২. 'স্মৃতি হলো তথ্য সংরক্ষণের এমন ক্ষমতা, যা পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করা যায়' কার সংজ্ঞা?
ক ক্রাইডার খ রাচ
গ উডওয়ার্থ ঘ মার্কুইস
উঃ ক

১৩. কোনটি স্মৃতির প্রথম স্তর?
ক শিক্ষণ খ সংরক্ষণ
গ পুনর্জ্ঞান ঘ সংবেদী
উঃ ক

১৪. তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্র বিন্দু কোনটি?
ক স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি খ ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি
গ সময় ঘ ক্ষমতা.
উঃ ক

১৫. কোনটি আমাদের অনেক কিছুই ভুলিয়ে দেয়?
ক সময় খ ভয়
গ স্মৃতি ঘ লজ্জা
উঃ ক

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৯

প্রাথমিক পরিসংখ্যান

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ Statistics-এর অর্থ- পরিসংখ্যান।
- ☑ প্রথমদিকে Statistics অর্থ ছিল- রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ।
- ☑ পরিসংখ্যানের প্রধান কাজ- সংখ্যাগতভাবে তথ্যসংগ্রহ করা।
- ☑ পরীক্ষণ পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়- পরিসংখ্যান।
- ☑ মনোবিজ্ঞান আচরণের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দেয়- পরিসংখ্যানের সাহায্যে।
- ☑ পরিসংখ্যানের সাহায্যে- উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি পরিচালিত।
- ☑ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বানুমান করা হয়- পরিসংখ্যানের সাহায্যে।
- ☑ বস্তু, ঘটনা বা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য পরিমাপকে- সাফল্যাংক বলা হয়।
- ☑ সাফল্যাংককে সুনির্দিষ্ট অনুক্রমে সাজালে পাওয়া যায়- সারি।
- ☑ যে সারির সাফল্যাংকগুলোর মধ্যের বিরামগুলোকে প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করা যায় তাকে- অবিচ্ছিন্ন সারি বলে।
- ☑ ধারণাকে সংখ্যাত্মকভাবে প্রকাশ করাকে বলে- উপাত্ত।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. গবেষণা বা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হলো সংগ্রহ করা–
ক সংখ্যা খ উপাত্ত
গ পরিসংখ্যান ঘ সারি
উঃ খ

০২. যে সারির সাফল্যাংকসমূহ ফাঁক থাকে না তাকে বলে–
ক অবিচ্ছিন্ন সারি খ সারি
গ বিচ্ছিন্ন সারি ঘ সাফল্যাংক
উঃ খ

০৩. যে সারির সাফল্যাংকসমূহের মধ্যে ফাঁক থাকে তাকে বলে–
ক সারি খ অবিচ্ছিন্ন
গ বিচ্ছিন্ন সারি ঘ সাফল্যাংক
উঃ গ

০৪. অনুসন্ধান কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো–
ক সারি তৈরি খ উপাত্ত
গ গুণবাচক উপাত্ত ঘ সাফল্যাংকতৈরি
উঃ খ

০৫. উপাত্ত বিভক্ত–
ক ২ ভাগে খ ৩ ভাগে
গ ৪ ভাগে ঘ ৬ ভাগে
উঃ খ

০৬. বৈশিষ্ট্যে ভিত্তিতে উপাত্ত বিভক্ত–
ক ৩ ভাগে খ ৪ ভাগে
গ ২ ভাগে ঘ ৫ ভাগে
উঃ ক

০৭. উৎসের ভিত্তিতে উপাত্ত বিভক্ত–
ক ৭ ভাগে খ ২ ভাগে
গ ৩ ভাগে ঘ ২ ভাগে
উঃ ঘ

০৮. এলোমেলোভাবে থাকা উপাত্তকে বলে–
ক প্রাথমিক উপাত্ত খ মাধ্যমিক উপাত্ত
গ বিন্যস্ত উপাত্ত ঘ অবিন্যস্ত উপাত্ত
উঃ ঘ

০৯. মূল উৎস থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয় এমন উপাত্তকে বলা হয়–
ক মাধ্যমিক খ প্রাথমিক
গ বিন্যস্ত ঘ অবিন্যস্ত
উঃ খ

১০. বিন্যাসের ভিত্তিতে উপাত্ত বিভক্ত–
ক ২ ভাগে খ ৩ ভাগে
গ ১০ ভাগে ঘ ৪ ভাগে
উঃ ঘ

১১. মনোবিজ্ঞান একটি কী নির্ভর আচরণ বিজ্ঞান?
ক পরীক্ষণ খ ফলাফল
গ শিক্ষণ ঘ গড়
উঃ ক

১২. মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় কোনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা?
ক গবেষণা খ পরীক্ষণ
গ শিক্ষণ ঘ উপাদান বিশ্লেষণ
উঃ খ

১৩. বিজ্ঞান মাত্রই কীসের বর্ণনা দেয়?
ক পরীক্ষা খ ফলাফল
গ পরিসংখ্যানের ঘ ঘটনা
উঃ ঘ

১৪. মনোবিজ্ঞানের কোন উপায়ে অনুধ্যান করা করা হয়?
ক বিজ্ঞানসম্মত খ গবেষণা সংক্রান্ত
গ শিক্ষণ ঘ পরীক্ষণ
উঃ ক

১৫. যেসব উপাত্ত মূল উৎস থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয় তাকে কী বলে?
ক মুখ্য উপাত্ত খ গৌণ উপাত্ত
গ শ্রেণি উপাত্ত ঘ গুণ
উঃ ক

CamScanner